খাতওয়ারী আগস্ট ২০১৮ সালের সাফল্য- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী

১। **সর্বমোট অর্জন**। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী আগস্ট ২০১৮ মাসে **সর্বমোট ১৯৪ কোটি ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০ টাকা** মূল্যের অবৈধ মালামাল আটক করে।

২। **চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে আটককৃত উল্লেখযোগ্য সাফল্য**। আগস্ট ২০১৮ মাসে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে **সর্বমোট ০৬ কোটি ৮১ লক্ষ ০২ হাজার ১০ টাকার** অবৈধ পণ্য আটক করা হয়। আটককৃত বিভিন্ন দ্রব্যের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	আটককৃত মালামাল	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
চোরাচালান পণ্য			
১।	অকটেন/ডিজেল/তৈল	৪,২৫০ লিটার	৩,৫৩,৭০০/০০
২।	ওয়্যার রোপ	১৫০ মিটার	৭৫,০০০/০০
৩।	চিনি	৩০০ কেজি	৯,০০০/০০
৪।	সোনা	১০২.২৯ গ্রাম	৪,২১,০৯০/০০
৫।	অন্যান্য (লোহা, মোবাইল, মোবাইল সীম)	-	৭১,৫০০/০০
অস্ত্র উদ্ধার			
১।	অস্ত্র	০৪ টি	-
২।	তাজাগোলা	০৯ রাউন্ড	-
৩।	রামদা/ছুরি/চাপাতি	১০ টি	-
মাদকদ্রব্য			
১।	ইয়াবা	১,১৪,৭২১ পিস	৫,৭৩,৬০,৫০০/০০
২।	বিভিন্ন ধরনের বিয়ার	৩০ বোতল/ক্যান	৪৫,০০০/০০
৩।	ফেনসিডিল	২০ বোতল	২০,০০০/০০
৪।	গাঁজা	৪৭৫ গ্রাম	৯,৫০০/০০
বনজ সম্পদ			
১।	বিভিন্ন প্রকার কাঠ	৯৬৯.২১ ঘনফুট	১৯,৪১,২২০/০০
পরিবেশে রক্ষা			
১।	পলিথিন	৫,৫০০ কেজি	১০,৬৫,০০০/০০
আটককৃত বাহন			
১।	বোট/ট্রাক/ভ্যান	০৫ টি	৬৭,৩০,৫০০/০০
আটককৃত জনবল			
১।	বনদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি	২৮ জন	-
উদ্ধার অভিযান			
১।	জেলে/যাত্রী উদ্ধার	৫৬ জন	-
২।	মৃতদেহ উদ্ধার	০১ জন	-
৩।	বোট উদ্ধার	০২ টি	-
		সর্বমোট	**৬,৮১,০২,০১০/০০**

৩। **মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযান**। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে আগস্ট ২০১৮ মাসে **সর্বমোট ১৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার** ৩,৮২,৫২,৫০০ মিটার কারেন্ট জাল, ৬৭,১৭,৯০০ মিটার অন্যান্য জাল, ২৭৫ কেজি জাটকা, ৬৫৬ পিস বেহুন্দি/ মশারি জাল, ২,৫০,৫০,০০০ পিস রেনু পোনা, ০২ টি বোট আটক করা হয়।

৪। **রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধ**। সম্প্রতি মায়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর স্টেশান টেকনাফ, সেন্টমার্টিন্স ও আউটপোস্ট বাহারছড়া ও শাহপুরীতে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত স্থানসমূহে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি অবলম্বনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিশেষ টহল চলমান রয়েছে। এছাড়াও, কোস্ট গার্ড বাহিনী বহরে সদ্য সংযোজিত লিডার ক্লাস অফশোর পেট্রোল ভেসেল (ওপিভি) সমূহ এ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। কোস্ট গার্ড বাহিনী দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি

বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক আগস্ট ২০১৮ মাসে বাংলাদেশে অবৈধভাবে মায়ানমার নাগরিক অনুপ্রবেশ, আটক এবং মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়নি।

৫। **অস্ত্র উদ্ধার অভিযান**। গত ১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড বাহিনী সুন্দরবনের বিসিজি আউটপোস্ট তজুমুদ্দিন ও তজুমুদ্দিন থানা পুলিশের একটি টিম তজুমুদ্দিন থানাধীন চর নাসরিন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযান পরিচালনাকালে নজির বাহিনীর ০৯ জন ডাকাতসহ ০১ টি পাইপ গান ও ০১ টি বোট আটক করা হয়। পরবর্তীতে আটককৃত ডাকাত, পাইপ গান ও বোট তজুমুদ্দিন থানায় হস্তান্তর করা হয়।

৬। **বিশেষ অভিযান**। গত ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড বাহিনীর বিসিজি স্টেশান হাতিয়া ও আউটপোস্ট মনপুরা হাতিয়া থানাধীন নিঝুম দ্বীপ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযান পরিচালনাকালে ০১ জন ডাকাতসহ ০১ টি রামদা ও ০২ টি ছুরি আটক করা হয়। পরবর্তীতে আটককৃত ডাকাত, রামদা ও ছুরি হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।

৭। **বনদস্যু দমন অভিযান**। গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে বিসিজি স্টেশান হাতিয়া গোপন সংবাদের মাধ্যমে ডাকাত দলের অবস্থান জানতে পেরে অপারেশান দল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে হাতিয়া থানাধীন চরগাসিয়া এলাকায় গোপনে অবস্থান নেয়। পরে একযোগে অভিযান পরিচালনা করে ফকরা বাহিনীর অন্যতম প্রধান সহযোগী নাসির ডাকাতকে ০১টি শুটার গান, ০১টি দেশীয় এক নলা বন্দুক, ০৯টি তাজাগোলা, ০৪টি পাইরোটেকনিক, ০৮টি মোবাইল ফোন (বিভিন্ন ব্রান্ডের), ০৯টি মোবাইল সিম (বিভিন্ন কোম্পানির)সহ ধরতে সক্ষম হলেও ফকরাসহ অন্যান্য ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে আটককৃত ডাকাত, অস্ত্র, তাজাগোলা, পাইরোটেকনিক, মোবাইল ফোন ও মোবাইল সিম হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। উক্ত ঘটনায় হাতিয়া থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

৮। **উদ্ধার অভিযান**। গত ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে একটি ফিশিং বোটের ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় কলাপাড়া থানাধীন কুয়াকাটা এলাকায় ভাসতে শুরু করে। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে বিসিজি স্টেশান নিদ্রাসখিনা এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে একটি ফিশিং বোটসহ ১৫ জন জেলেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর বোটটি স্থানীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মালিকের নিকট ও জেলেদেরকে স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়াও গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ইট বোঝাইকৃত একটি বোট মেঘনা মোহনায় ডুবতে থাকে। পরবর্তীতে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে বিসিজি স্টেশান গজারিয়া এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ১০ জনকে উদ্ধার করে এবং গত ২৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মৌলভীর হাট লঞ্চ ঘাট এলাকায় ০১ টি যাত্রীবাহী বোট ১৫ জন যাত্রী নিয়ে ডুবে যায়। খবর পেয়ে বিসিজি স্টেশান হিজলা এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ১৪ জন যাত্রীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং ০১ জন যাত্রীকে না পেয়ে উদ্ধার অভিযান চালাতে থাকে। পরবর্তীতে ৩১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে স্থানীয় জেলেরা নিখোজ মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

৯। **অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রমকারী বিদেশী নাগরিক/ মৎসজীবীদের পরিসংখ্যান**। আগস্ট ২০১৮ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রমকারী বিদেশী নাগরিক/ মৎসজীবী আটক করা হয় নাই।